জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা - এপ্রিল/০২

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে জাতিসংঘ মহাসচিবের ঐক্যের আহবান
* বায়োশক্তির সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘে বিশেষজ্ঞদের বৈঠক
* কান উৎসবে জাতিসংঘের নির্মিত পরিবেশ বিষয়ক টিভি অনুষ্ঠান
* মধ্য প্রাচ্যের স্কুলগুলো অবশ্যই হবে "শান্তি অঞ্চলের" অন্তর্ভুক্ত : সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের অবস্থান বিষয়ক জাতিসংঘ দুত
* প্রবীণ জনগোষ্ঠী সারা বিশ্বের নীতি নির্ধারকদের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ, জাতিসংঘ কর্মকর্তার হুঁশিয়ারি

জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে জাতিসংঘ মহাসচিবের ঐক্যের আহবান

১৭ এপ্রিল- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কাজ করতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন আজ অভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি 'বিশ্বকে দীর্ঘমেয়াদী সাড়া দেওয়ার' আহ্বান জানিয়েছেন। সম্পদ স্বল্পতার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে কাজ করতে তিনি নিরাপত্তা পরিষদ, জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি সতর্ক করে বলেন, পানি, জ্বালানি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে।

জ্বালানি, নিরাপত্তা ও জলবায়ু নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তৃতায় বান কি মুন জাতিসংঘের সাম্প্রতিক কিছু তথ্য প্রমাণের কথা উলে-খ করেন। তাতে বলা হয়েছে, কেবল যে পৃথিবীর তাপামাত্রা বাড়ছে তাই নয়, এর প্রভাবের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে উলে-খযোগ্য এবং এর জন্য যে মানুষের কর্মকান্ডই দায়ী সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

তিনি বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সব দেশ আজ স্বীকার করছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের সব দেশের দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে মানানসই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিরূপ প্রভাব দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, সাগর ও উপকূলীয় এলাকা, জীববৈচিত্র্য ও প্রাণীজগতের ভারসাম্য, পানি সম্পদ, মানুষের স্বাস্থ্য, আবাসন, জ্বালানি, পরিবহন ও শিল্প এবং সবশেষ আবহাওয়ার ওপর প্রভাব।'

তিনি সতর্ক করে বলেন, পৃথিবীর জলবায়ুতে সম্ভাব্য এ পরিবর্তন পরিবেশগত উদ্বেগের চেয়েও বেশি কিছু। এর ফলে মারাত্মক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

বান কি মুন বিশ্বের নিরাপত্তা হুমকির বিষয়টি তুলে ধরে তার বক্তব্যের ছয়টি সম্ভাব্য দিক ব্যাখ্যা করেন। অব্যাহত জলবায়ু পরিবর্তন এবং জ্বালানির ক্ষেত্রে সীমিত সুবিধা বা হুমকিসহ দেশগুলোর পর্যাপ্ত সম্পদের অভাবের কারণে বিশ্ব নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে।

তিনি বলেন, মানব সম্পর্ক বহুগুণে সহজতর। কিন্তু সম্পদ যখন অপর্যাপ্ত থাকে তখন গোষ্ঠী ও ব্যক্তির কৌশল স্তরের পাশাপাশি বিশ্বের ভঙ্গুর প্রাণীজগতের ভারসাম্য স্থবির হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত আচরণবিধি এবং এমনকি পুরো দ্বান্দ্বিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে।

সুশীল সমাজ ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আজ যেসব বিষয়ে আলোচনা হল তার সম্ভাব্য

মুল কারণ চিহ্নিত করতে অন্যান্য দক্ষ সরকারি সংস্থার সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব এ পদক্ষেপে সহায়তা করতে জাতিসংঘের প্রস্তুতির আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে এসব ব্যাপারে অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছি এবং আশা করছি বিভিন্ন ধাপে আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারব।'

দিনব্যাপী ওই আলোচনায় ৫০টির বেশি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি জার্মানির অর্থনৈতিক সহায়তা ও উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী হেইডারমেরি উইকোরেকজুল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশ্ব বিভিন্ন দেশের সরকার ও জাতিসংঘের কাছ থেকে নতুন ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ আশা করছে। বিশ্বব্যাপী এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণে ভূমিকা পালন করতে ইইউ প্রস্তুত আছে এবং এটি অন্যদেরকেও একইভাবে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছে।

কাতারের রাষ্ট্রদুত আবদুল আজিজ আল-নাসের বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। কেননা উন্নয়নের বিষয় থেকে এ সমস্যা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা সমাধানে কোনও ধরনের সাফল্য টেকসই উন্নয়নের সমন্বিত পদক্ষেপের একটি অংশ হয়ে উঠেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর পক্ষে পাপুয়া নিউগিনির রাষ্ট্রদুত রবার্ট আইসি পরিষদকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সাইক্লোন, জলচ্ছাস এবং ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু জ্বরের মতো রোগের মাধ্যমে তারা ইতিমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করছেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ুর বৈচিত্র্য এবং পানির উচ্চতা বৃদ্ধি কেবল পরিবেশগত উদ্বেগের বিষয় নয়, এগুলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্বেগেরও বিষয়। এগুলো আমাদের অস্তিত্বের প্রতি আঘাত হানছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জোট গ্রুপ-৭৭ (জি-৭৭) এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে আফ্রিকার বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে পরিষদের আলোচনাকে সমর্থন করে। তারা বলেন, ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ে ১৯২ সদস্যের সাধারণ পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সবচেয়ে ভালো আলোচনা হয়েছে।

ঘানার প্রতিনিধি লেসলি কে ক্রিস্টিয়ান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক হুমকির বিষয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করার ফলে এ বিষয়ের নেতিবাচক পরিস্থিতি দুর করতে সময়মতো, ঐক্যবদ্ধ ও টেকসই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আমরা আশা করছি। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে ইতিমধ্যেই জলবায়ুর প্রভাব দেখা গেছে সেসব অঞ্চলে।

তবে জি-৭৭ এর পক্ষে পাকিস্তানের প্রতিনিধি ফারুক এমিল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ে সাধারণ পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, টেকসই উন্নয়ন কমিশন ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে আলোচনা হতে পারে।

তিনি বলেন, এ আলোচনা করার ক্ষেত্রে পরিষদের সিদ্ধান্ত কোনও নজির সৃষ্টি করবে বলে আমরা আশা করছি না। তবে কর্তৃপক্ষ বা সংশি-ষ্ট সংস্থার অনুমোদন, প্রক্রিয়া ও সরঞ্জাম নিয়ে ইতিমধ্যে যে আলোচনা হয়েছে তাকেও খাটো করে দেখবে না।

বায়োশক্তির সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘে বিশেষজ্ঞদের বৈঠক

১৬ এপ্রিল-বায়োশক্তির উৎপাদন ও এর সুযোগ-সুবিধা এবং বিশেষত খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশের প্রতি এ শিল্পের ঝুঁকিপুর্ণ দিকগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) সদর দপ্তর রোমে সারা বিশ্ব থেকে আসা বিশেষজ্ঞরা বৈঠক করছেন।

ফাও এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ফাও আশা করছে আরো বেশি পরিবেশ বান্ধব বায়োজ্বালানি উৎপাদনের উপায় চিহ্নিতকরণসহ সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এক গুচ্ছ সুপারিশ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এই বৈঠক সমাপ্ত হবে। আগামী বুধবার তিনদিনের এই বৈঠক শেষ হচ্ছে।

বর্তমানে আঁখ, পাম তেল ও ভুট্টা থেকে বায়োজ্বালানি তৈরি হচ্ছে। এ জ্বালানি জীবাশ্ম জ্বালানির স্থলে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর ফলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিগর্মন উলে-খযোগ্য হারে হ্রাস পেতে পারে। এ শিল্প গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অবকাঠামো তৈরিতে অবদান রাখতে পারে।

তবে কেবলমাত্র বিশেষ ধরনের শষ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাপক অঞ্চলের জমি খালি করার ফলে পরিবেশগত বিপর্যয় ও জীববৈচিত্র্য লোপ পেতে চলেছে। মানুষ ও জীবজন্তুর আহারের জন্য খাদ্য উৎপাদনের পরিবর্তে গাড়ির জ্বালানি উৎপাদনে খাদ্য শস্যের ব্যবহারের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ফাও-এর উর্ধ্বতন শক্তি সমন্বায়ক গুস্তাভো বেস্ট বলেন, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বায়োশক্তি কৃষকদের জন্য অপরিসীম সম্ভাবনা বয়ে এনেছে। তবে এর বিপজ্জনক দিকও রয়েছে এবং এ সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চাই।

কান উৎসবে জাতিসংঘের নির্মিত পরিবেশ বিষয়ক টিভি অনুষ্ঠান

১৩ এপ্রিল- জাতিসংঘের অডিও-ভিজ্যুয়াল পরিবার প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সম্প্রচার সংস্থাকে "সবুজ" গল্প ও প্রকল্প প্রদানের প্রস্তাব দেবে। তারা আগামী সপ্তাহে ফ্রান্সের কানে আন্তর্জাতিক টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রধান বিপণনস্থল এমআইপিটিভি-তে যোগদান করতে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ গণতথ্য বিভাগের (ডিপিআই) ক্যারোলিন প্যাটিট বলেন জাতিসংঘ ব্যবস্থায় যে উপকরণ ও গণমাধ্যম সেবার সম্পদ রয়েছে তা আবিষ্কারের জন্য আমরা টেলিভিশন সম্প্রচারকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি যা তারা ছোট পর্দা থেকে শুরু করে মোবাইল ফোনের জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান তৈরিতে ব্যবহার করতে পারে। ল্যাটিট জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে এমআইপিটিভিতে উপস্থিত থাকবেন।

"ইউএন ইন অ্যাকশন" নামক পুরস্কার প্রাপ্ত ধারাবাহিকের মাধ্যমে জাতিসংঘ টেলিভিশন অ্যারল সমুদ্রের ভবিষ্যত নিয়ে কাহিনী, কাজাকিস্তানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং সার্বিয়ার রেডিও অ্যাকটিভ বর্জ্য পরিস্কারসহ পরিবেশগত বহুবিধ বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত প্রামান্য চিত্র তৈরি করেছে।

"২১ শতক" নামক নতুন নির্মিত ২৬-মিনিটের এক মাসিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে গল্প-কাহিনীর পাশাপাশি সারা বিশ্ব থেকে পাওয়া সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। অন্যদিকে ডিপিআই ইউনিফিড স্যাটেলাইট সম্প্রচার কেন্দ্রের মাধ্যমে বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে মিশনগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকেও কাহিনী সংগ্রহ করছে।

প্রচারিত হবে জাতিসংঘ ব্যবস্থার এমন অনেক নতুন সবুজ প্রকল্পের মধ্যে "তাহলে আপনি মনে করেন -... আপনি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জানেন" নামক ধারাবাহিক প্রামাণ্য চিত্রটি জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসুচি ও যুক্তরাজ্য ভিত্তিক পুরস্কার প্রাপ্ত প্রযোজনা সংস্থা ব্যাক টু ব্যাক বিবিসি ওয়ার্ল্ডের সহায়তায় তৈরি করেছে।

ভিএইচ ১ রক রুডকস, আর্টিকেল ১৯ ফিল্মস এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচি (ইউএনডিপি) মিলে তৈরি করেছে। "বি-ং:অ্যা প-্যানেট রক" শীর্ষক একটি ৯০ মিনিটের প্রামাণ্য চিত্র। যুক্তরাষ্ট্র ও সিয়েরা লিয়নের জনপ্রিয় সঙ্গীত তারকাদের অংশগ্রহণে এ প্রামাণ্য চিত্রে হীরা খননকারীদের জীবনের ওপর আলোকপাত করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা এবং ভোগ্য-পণ্য ক্রয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। জনপ্রিয় সঙ্গীতের শক্তি ও প্রভাবকে ব্যবহার করে এতে 'পরিস্কার' হীরক ক্রয়কে উৎসাহিত করা হয়।

এতে নিজস্ব প্রযোজক নিয়ে আরো অংশগ্রহণ করবে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), বিশ্ব ব্যাংক এবং মিলেনিয়াম ক্যাম্পেইন।

মধ্য প্রাচ্যের স্কুলগুলো অবশ্যই হবে "শান্তি অঞ্চলের" অন্তর্ভুক্ত : সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের অবস্থান বিষয়ক জাতিসংঘ দুত

১২ এপ্রিল- লেবাননে তিনদিনের সত্য-উদঘাটন মিশন শেষে সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের অবস্থান বিষয়ক জাতিসংঘ দুত মধ্য প্রাচ্যের সবপক্ষকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং স্কুলগুলোকে "শান্তি অঞ্চলের" অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানান যেখানে শিশুরা নিরাপদে থাকবে।

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বিনতে জেবাইল সফরের পর শিশু ও সশস্ত্র সংঘাত বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি রাধিকা কুমারস্বামি বলেন, গত বছর হিজবুল-হ্ ও ইসরাইলের মধ্যকার সংঘাতের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসলীলা এবং শিশুদের ওপর এর প্রভাব দেখে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি।

তিনি বলেন, সব পক্ষের শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং স্কুলগুলো যাতে শান্তি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিশ্চিত করা উচিত। ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে স্থায়ী শান্তির জন্য একটি কাঠামো নিয়ে ইসরাইলের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে।

মিজ গোস্বামি বলেন, এই সংকটে শিশুদের প্রতি লেবানন কর্তৃপক্ষ, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিতবোধ করেছেন।

সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদেরকে ব্যবহার ও তাদেরকে সৈন্য হিসেবে নিয়োগের ওপর শিশু অধিকার চুক্তিতে যে, ঐচ্ছিক প্রটোকল রয়েছে তা অনুমোদনের জন্য লেবানন সরকারের পক্ষ থেকে ফুয়াদ মিনিওয়ারা এবং হিজবুল-হর পক্ষ থেকে সংসদ বিষয়ক ডেপুটি মোহাম্মদ রাদ যে অঙ্গীকার করেন তাকে গোস্বামি স্বাগত জানিয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের ব্যবহার করা উচিত নয়।

এ সকল কর্মকর্তাদের সাথে আলাপকালে মিজ গোস্বামি গুচ্ছ বোমা ও এর অবিস্ফোরিত অংশের বিষযে আলোচনা করেন এবং গুচ্ছ বোমার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রটোকল প্রণয়নে ও এর পক্ষে প্রচার চালাতে লেবাননকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহনের আহবান জানান।

বৈরুতে শাতিলা শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের পর তিনি শরণার্থী শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ ব্যক্ত করেন এবং আরো উন্নত সামাজিক সেবা, শিক্ষা ও কর্মস্থানের সুযোগের আহবান জানান। তবে শিবিরের শরণার্থীদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের গৃহীত প্রচেষ্টাকে তিনি স্বীকার করেন।

তিনি ঘোষণা করেন, শিশুদের বিশেষত সবচেয়ে বিপন্ন ও প্রান্তিক অবস্থায় থাকা শিশুদের স্কুলে যাওয়া অব্যাহত রাখতে উৎসাহ প্রদান করা দেশের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবীণ জনগোষ্ঠী সারা বিশ্বের নীতি নির্ধারকদের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ, জাতিসংঘ কর্মকর্তার হুঁশিয়ারি

১১ এপ্রিল-জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, আগামী ২৫ বছরে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ হবে এবং এদের একটি 'বড় অংশ' উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বসবাস করবে। সংস্থাটি জনসংখ্যাতত্ত্বের দীর্ঘ মেয়াদি এই পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য ধনী-দরিদ্র উভয় দেশের নীতি নির্ধারকদের প্রতি আহবান জানান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) বহু-দেশ সমীক্ষা দলের নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জি নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের বলেন, দ্রুত বর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠী এখন আর কেবল উন্নত দেশের বিষয় নয়।

ড. চ্যাটার্জি বলেন, অনেক উন্নয়নশীল দেশে এখন উন্নত দেশের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। আগে যেখানে অপেক্ষাকৃত তরুণ জনগোষ্ঠী ও সংক্রামক ব্যাধির প্রভাব ছিল বেশি এখন সেখানে প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও হৃদরোগের মত দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিচ্ছে।

তিনি এই পালাবদলের উদাহরণস্বরূপ চীন ও ভারতের উলে-খ্য করেন যারা উভয়ে মিলে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে।

এ বছরের গোড়ার দিকে জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল বয়স কাঠামো এবং উন্নয়নের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কিত মহাসচিব বান কি মুনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০৫০ সাল নাগাদ ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত বৃদ্ধ অর্থাৎ ৬০ বা তার চেয়ে বেশি বয়সের লোকের সংখ্যা শিশুদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। সেই সময়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সংখ্যা হবে ২০০ কোটি। বর্তমানে ৭০ কোটি ৫০ লক্ষ প্রবীণ রয়েছে।

বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোতে, যার অধিকাংশই আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চলে অবস্থিত, তরুণদের সংখ্যা আরো কিছু বছর বেশি থাকবে। ড. চ্যাটার্জি বলেন, এইচআইভি/এইডস মহামারি এর অন্যতম কারণ।

আফ্রিকার জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সিনিয়র গবেষক নায়োভানি মেডিস একই সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন এ মহাদেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠী এইডস মহামারির কারণে বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে।

ড. মেডিস সমগ্র আফ্রিকার স্বাস্থ্যসেবা খাতে আরো বেশি বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি উপমহাদেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দায়িত্বশীল আচরণকে উৎসাহিত করার জন্য যেসব কর্মসুচি গৃহীত হয়েছে সেগুলো বৃদ্ধিরও সুপারিশ করেন। আফ্রিকার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বয়স্কদের তুলনায জন্মনিরোধক ব্যবস্থা ব্যবহারের হার অপেক্ষাকৃত কম যা তাদেরকে এইচআইভি/এইডস এবং আরো অন্যান্য যৌন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন করে।

** ** **